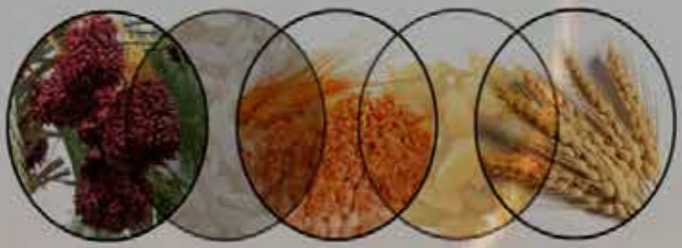
যাকাতুল ফিতর

(ছদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা)



মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল-উছাইমীন

زَكَاةُ الْفِطْرِ

যাকাতুল ফিতর

صَدَقَةُ الفِطْرِ

(ছ্বদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা)

শাইখ মুহাম্মদ ইবনে ছ্বলিহ আল-উছাইমীন রহিমাহুল্লাহ

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুস সুন্নাহ

প্রধান অফিস:
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)
www.maktabatussunnah.org

শাখা অফিস:
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১৬ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ: মে ২০১৮ ঈসায়ী
তৃতীয় প্রকাশ: মার্চ ২০২১ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ১০ টাকা।

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

- যাকাতুল ফিতরের বিধান ---- ৫
- যাকাতুল ফিতর ফরয হওয়ায় সময় ---- ৬
- যাকাতুল ফিতর কার উপর ফরয? ---- ৬
- যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ এক সা' খাদ্য ---- ৭
- নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগের ছা'-এর ওজন হিসাবে এক ছা' চাউল প্রায় ২ কেজি ২৫০ গ্রাম ---- ৭
- খাদ্যদ্রব্য দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে ---- ৮
- মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর খাদ্য দ্বারা সদকাতুল ফিতর আদায় হবে না ---- ৯
- খাদ্যমূল্য দ্বারাও যাকাতুল ফিতর আদায় হবে না ---- ৯
- যাকাতুল ফিতরের হকদার অভাবী (মিসকিন) মানুষ ---- ১০
- ছ্বদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা কেবল ফকীর মিসকিনদের হক্ব, অন্যদের নয় ---- ১২
- কখন যাকাতুল ফিতর আদায় করবেন? ---- ১২
- ঈদের ছ্বলাতের পূর্বেই যাকাতুল ফিতর বন্টন করতে হবে ---- ১৪
- যাকাতুল ফিতর জমা করা ভালো, তবে নিজে নিজে বন্টন করাই উত্তম ---- ১৫
- যাকাতুল ফিতর প্রদানের স্থান ---- ১৬

প্রকাশকের নিবেদন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সব রকম প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। তার কোন শরীকও নেই। আর আমরা এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তার দাস এবং তার প্রেরিত রসূল। অতঃপর বলছি, নিশ্চয়ই সবচেয়ে উত্তম কথা আল্লাহর কিতাব এবং সবচেয়ে সেরা নীতি মুহাম্মাদ (ﷺ) এর রীতি-নীতি। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ নতুন আবিষ্কৃত পথ ও মত। এরূপ প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রান্ত ও সুপথ থেকে বিচ্যুত। আর প্রত্যেক ভ্রান্তিরই অবস্থান জাহান্নাম।

যাকাতুল ফিতরকে সমাজে ফিতরা বলা হয়। একমাস ছিয়াম শেষে ফিতরা দেয়া হয়। অথচ ফিতরা নিয়েই সমাজে কত যে সুন্নাহ বিরোধী কর্মকাণ্ড চলছে। সুন্নাহ সম্মত ফিতরা হচ্ছে জন প্রতি এক ছা' মানুষের প্রধান খাদ্য, হক্বদার হচ্ছে ফকীর-মিসকিন, ঈদুল ফিতরের ছ্বলাতে বের হওয়ার পূর্বেই তা হক্বদারের নিকট পৌঁছাতে হবে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সুন্নাহ সম্মত ফিতরা আদায় করার তৌফিক দান করো। তোমার সন্তুষ্টি অনুযায়ী আনুগত্য করারও তাওফীক্ব দাও। আমাদের আত্মা, কথা ও কাজ শুদ্ধ করে দাও। আমাদেরকে বিশ্বাস, কথা ও কাজের ভ্রষ্টতা থেকে পবিত্র করো। নিশ্চয়ই আপনি উত্তম দানশীল ও করুণাময়। আমীন!

প্রকাশক:
ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন
প্রোপাইটর, মাকতাবাতুস সুন্নাহ

যাকাতুল ফিতরের বিধান

[যাকাতুল ফিতর ফরয। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মুসলিম নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, আজাদ-গোলাম সকলের উপর ফরয করেছেন।]

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»

প্রত্যেক গোলাম, আজাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের উপর আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাতুল ফিতর হিসেবে খেজুর হোক অথবা যব হোক এক সা' পরিমাণ আদায় করা ফরয করেছেন এবং লোকজনের ঈদের ছ্বলাতে বের হবার পূর্বেই তা (হকদারের নিকট) পৌঁছে[১] দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[২]

পেটের বাচ্চার পক্ষ থেকে যাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু কেউ যদি আদায় করে তাহলে নফল সদাকা হিসেবে গণ্য হবে। উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পেটের বাচ্চার পক্ষ থেকে যাকাতুল ফিতর আদায় করতেন। ফিতরা নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজের পরিবারবর্গের (যেমন স্ত্রী ও সন্তান) পক্ষ থেকে আদায় করবে। যদি তাদের নিজস্ব সম্পদ থাকে তবে তাদের সম্পদ

---

[১] تُؤَدَّى/تُؤَدُّوا অর্থ আদায় করা, পৌঁছে দেয়া (আল কুরআনের অভিধান ইসলামিক সেন্টার, কামুস আল মুহীত্ব)। আরেক অর্থ تُرَدُّ বা ফিরিয়ে দেওয়া (তাফসীরে ইবনে আব্বাস)। যেমন- تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ যেটা ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে, আর দরিদ্রদের মাঝে প্রদান করা হবে। ছ্বহীহ বুখারী ১৩৯৫

আল্লাহ তা'আলা বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফায়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফায়সালা করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে কতইনা সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (সূরা আন নিসা ৪:৫৮)।

[২] ছ্বহীহ বুখারী ১৫০৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩/১৪১২, আধুনিক প্রকাশনী ২/১৪০৬, নাসাঈ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩/২৫০৬

থেকেই যাকাতুল ফিতর আদায় করবে। ঘরের চাকর চাকরানীর ফিতরা মালিক আদায় করবে।

যাকাতুল ফিতর ফরয হওয়ায় সময়

ঈদের রাতে সূর্যাস্তের সময় জীবিত থাকলে তার উপর যাকাতুল ফিতর আদায় করা আবশ্যক, নতুবা নয়। সুতরাং কেউ সূর্যাস্তের এক মিনিট পূর্বে মারা গেলে তার উপর ওয়াজিব হবে না। এক মিনিট পরে মারা গেলে অবশ্যই তার পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। যদি কোন শিশু সূর্যাস্তের কয়েক মিনিট পর ভূমিষ্ট হয়, তার উপরও আবশ্যক হবে না, তবে আদায় করা সুন্নাত। যার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর সূর্যাস্তের কয়েক মিনিট পূর্বে ভুমিষ্ট হলে তার পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে।

যাকাতুল ফিতর আবশ্যক হওয়ার ওয়াক্ত রমযানের শেষ দিনের সূর্যাস্তের পরবর্তী সময় নির্ধারণ করার কারণ হচ্ছে, তখন থেকে ফিতর তথা খাওয়ার মাধ্যমে রমযানের সিয়াম সমাপ্ত হয়। এ কারণেই একে রমযানের যাকাতুল ফিতর বা সিয়াম খোলার ফিতর বলা হয়। বুঝা গেল, ফিতর তথা সিয়াম শেষ হওয়ার সময়টাই যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময়।

যাকাতুল ফিতর কার উপর ফরয?

যার কাছে[৩] ঈদের দিন স্বীয় পরিবারের একদিন ও একরাতের ভরণ পোষণের খরচ বাদে এক সা' পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী থাকবে তার উপরই যাকাতুল ফিতর ফরয হবে।[৪] এটা জমহুর (মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী) আলিমগণের

---

[৩] ফকীর ফিতরা দেয়ার পর অধিক ফিরিয়ে নিবে। হাদীসটি যঈফ। আবূ দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন (যঈফ) হা/১৬১৯। মেশকাত (যঈফ) বাংলা হা/১৭২৮, আরবী হা/১৮২০

[৪] কেননা যার অবস্থা এরূপ সে ধনী হতে পারে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি ধনী হওয়া সত্ত্বেও কিছু চায়, সে অধিক (জাহান্নামের) আগুন চায়। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন হে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধনী কে? তিনি বললেন: যে ব্যক্তির নিকট এমন পরিমাণ সম্পদ হবে, যা তার দিন-রাত বা রাত-দিনের জন্য যথেষ্ট। আবূ দাউদ হা/১৬২৯, সনদ হাসান।

অভিমত।[৫] যার উপর যাকাতুল ফিতর ফরয তিনি নিজের পক্ষ থেকে যেমন আদায় করবেন তেমনি নিজের পোষ্যদের পক্ষ থেকেও আদায় করবেন।

যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ এক ছা' খাদ্য

যা কিছু প্রধান খাদ্য হিসাবে স্বীকৃত যেমন খেজুর, যব, কিসমিস, পনির, গম, চাউল ইত্যাদি থেকে এক ছা' পরিমাণ দান করতে হবে।

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ»

আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক ছা' পরিমাণ খাদ্য অথবা এক ছা' পরিমাণ যব অথবা এক ছা' পরিমাণ খেজুর অথবা এক ছা' পরিমাণ পনির অথবা এক ছা' পরিমাণ কিসমিস দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করতাম।[৬]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগের ছা'-এর ওজন হিসাবে ১ ছা' চাউল প্রায় ২ কেজি ২৫০ গ্রাম।

কিতাবুল উম্ম-ইমাম শাফেঈ, আল মাজমু আন-নববী, ফিক্বহুস সূন্নাহ। ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়িমা।

[৫] "মুগনীল মুহতাজ" (১/৪০৩, ৬২৮), "আল-মুগনী (৩/৭৬)

[৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫০৬, নাসাঈ হা/২৫১৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৮৫। অতঃপর মু'আবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সিরিয়ার দু'মুদ্দ লাল গম এক ছা' খেজুরের সমান (বিনিময়ের দিক দিয়ে) অর্থাৎ দু'মুদ্দ (চার মুদ্দে এক ছা'। মুদ্দ-মধ্যম আকৃতির মানুষের দুই হাত একত্রিত করলে যে লোপ হয় তার পরিমাণ। কামুস আল মুহীত্ব।) গম অর্ধ ছা' খেজুরের সমান পরিমাপের দিক দিয়ে। সুতরাং লোকেরা তার এ মতামত মেনে নিল। আবূ সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি যতদিন জীবিত থাকব, পূর্বের নিয়মেই (এক ছা') ফিতরা দিব।

فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: «إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ»

(ছ্বহীহ: ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৮৫, ইবনে মাজাহ হা/১৮২৯, আবু দাউদ হা/১৬১৬, তিরমিযী হা/৬৭৩, নাসাঈ হা/২৫১৩)।

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগের এক ছা'। যার ওজন চার শত আশি মিসকাল গম। ইংরেজী ওজনে যা দুই কেজি ৪০ গ্রাম গম। যেহেতু এক মিসকাল সমান চার গ্রাম ও এক চতুর্থাংশ হয়। সুতরাং ৪৮০ মিসকাল সমান ২০৪০ গ্রাম হয়। রসূলের যুগের ছা' জানতে ইচ্ছা করলে, তাকে দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম গম ওজন করে এমন পাত্রে রাখতে হবে, যা মুখ পর্যন্ত ভরে যাবে। অতঃপর তা পরিমাপ করতে হবে। অতএব নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগের ছা'-এর হিসাবে: এক ছা'-তে সবচেয়ে ভাল গম ২ কেজি ৪০ গ্রাম হয়।[৭]

খাদ্যদ্রব্য দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে

যা কিছু প্রধান খাদ্য হিসাবে স্বীকৃত যেমন খেজুর, যব, কিসমিস, পনির, গম, চাউল ইত্যাদি থেকে এক ছা' পরিমাণ দান করতে হবে।

---

[৭] ছা' ভলিয়ম দ্বারা হিসাব হয়। তাই বিভিন্ন ফসলের ছা' ওজন হিসাবে বিভিন্ন হয়। যেমন আমাদের দেশে তরল পদার্থ লিটার দ্বারা পরিমাপ হয়। ১ লিটার পানি এবং ১ লিটার তৈল ওজন হিসাবে বিভিন্ন হবে। এক ছা' চাল প্রায় ২ কেজি ২০০ গ্রাম হয়। তবে নাবী এর যুগের ছা'-এর ওজন হিসাবে ১ ছা' (খেজুর, যব, কিসমিস, পনির, গম, ভুট্টা, চাউল) ২ কেজি ২৫০ গ্রামের বেশি নয়।

س٣٦٣: وما مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالكيلو؟

الجواب: وأما مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالكيلو فهو كيلوان وأربعون جراماً من البر الرزين.

প্রশ্ন: ৩৬৩- নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ছা' কত কিলোগ্রাম হয়?

উত্তর: ২ কেজী ৪০ গ্রাম ভাল গম। ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন রহিমাহুল্লাহ।

الصاع =٤ أمداد = ١/ ٦ كيلة مصرية = ٢.١٥٧ كيلو جرام (بالوزن تقريبًا)

এক ছা'= চার মুদ= ১/৬ কিলো মিছরী= ২.১৫৭ কিলোগ্রাম বা কেজী= ২ কেজী, ১৫৭ গ্রাম প্রায়। (ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৮৩)।

الصاع كيلوان وربع تقريباً (٢.٢٥)

এক ছা' = ২ কেজী ২৫০ গ্রাম। ফিক্বহুল মুইয়াসসার (কুরআন সুন্নাহর আলোকে রচিত)

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ»

আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক ছা' পরিমাণ খাদ্য অথবা এক ছা' পরিমাণ যব অথবা এক ছা' পরিমাণ খেজুর অথবা এক ছা' পরিমাণ পনির অথবা এক ছা' পরিমাণ কিসমিস দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করতাম।[৮]

মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর খাদ্য দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় হবে না।

মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর খাদ্য দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় হবে না। কারণ, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ফরয করেছেন মিসকিনদের খাদ্যের অভাব পূরণ করার জন্য, কোন প্রাণীর খাদ্যাভাব পুরণের জন্য নয়। এমনকি কাপড়, বিছানা, পান পাত্র ইত্যাদি দ্বারাও আদায় হবে না। যেহেতু রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাতুল ফিতর খাদ্যের মাধ্যমে আদায় করা ফরয করেছেন।

খাদ্যমূল্য দ্বারাও যাকাতুল ফিতর আদায় হবে না

খাদ্যমূল্য দ্বারা আদায় করলেও আদায় হবে না। যেহেতু এটা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশের বিপরীত। যাকাতুল ফিতর ফরয হয়েছিল ২য় হিজরীর ঈদুল ফিতরের ২ দিন আগে এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জীবদ্দশায় ৯ বছর সওম পেয়েছেন এবং ৯ বছর যাকাতুল ফিতর আদায় করেছেন।[৯]

যেহেতু রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাতুল ফিতর বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য দ্রব্য দ্বারা নির্ধারণ করেছেন। আর প্রত্যেক খাদ্য দ্রব্যের মূল্য সমান

[৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫০৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৮৫।
[৯] যাদুল মা'আদ

নয়। সুতরাং মূল্যই যদি ধর্তব্য হয়, তাহলে নির্দিষ্ট কোন এক প্রকারের এক সা' হত এবং তার বিপরীত বস্তু দ্বারা ভিন্ন মূল্যের হত।

দ্বিতীয়ত মূল্য প্রদানের দ্বারা যাকাতুল ফিতর প্রকাশ্য এবাদতের রূপ হারিয়ে গোপন এবাদতের রূপ পরিগ্রহণ করে, তাই এটা পরিহার করাই বাঞ্চনীয়। এক সা' খাদ্য সবার দৃষ্টি গোচর হয়, কিন্তু মূল্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো খাদ্যশস্য ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করেননি। তাছাড়া খাদ্যমূল্য প্রদান করা সাহাবাদের আমলের পরিপন্থী। কারণ, তারা খাদ্যজাতীয় বস্তু দ্বারাই সদাকাতুল ফিত্‌র আদায় করতেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই, তা পরিত্যাজ্য।[১০] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার সুন্নত এবং আমার পরবর্তীতে সঠিক পথে পরিচালিত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত আঁকড়ে ধর।[১১] যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১২]

যাকাতুল ফিতর নির্দিষ্ট একটি ইবাদত, তাই অনির্দিষ্ট বস্তু দ্বারা আদায় করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন নির্দিষ্ট সময় ছাড়া আদায় করলে আদায় হয় না।

যাকাতুল ফিতরের হকদার অভাবী (মিসকিন) মানুষ

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিয়াম পালনকারীর জন্য যাকাতুল ফিতর দেয়া ফরয করে দিয়েছেন। যা সিয়াম পালনকারীর অনর্থক কথা ও কাজ পরিশুদ্ধকারী ও অভাবী (মিসকিন) মানুষের জন্য আহারের ব্যবস্থা হিসেবে প্রচলিত। যে ব্যক্তি ঈদের ছ্বলাতের পূর্বে তা (হকদারের নিকট) পৌঁছে দিবে

---

[১০] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৮।
[১১] হাসান: ইবনে মাজাহ হা/৪২-৪৩।
[১২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭২৮০

তা যাকাতুল ফিতর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ঈদের ছ্বলাতের পর পৌঁছে দিবে তা সাধারণ ছ্বদাকা বলে গণ্য হবে।[১৩]

অভাবী ও দরিদ্র মানুষের মাঝে যাকাতুল ফিতর প্রদান করতে হবে। এমন অভাবী লোকদেরকে যাকাতুল ফিতর প্রদান করতে হবে যারা যাকাত গ্রহণের অধিকার রাখে। একজন দরিদ্র মানুষকে একাধিক ফিতরা দেয়া যেমন জায়েয, তেমনি একটি ফিতরা বন্টন করে একাধিক মানুষকে দেয়াও জায়েয। এক যাকাতুল ফিতর অনেক ফকীরকে দেয়া যাবে এবং অনেক যাকাতুল ফিতর এক মিসকিনকেও দেয়া যাবে। যেহেতু রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু হকদারকে কি পরিমাণ দিতে হবে তা নির্ধারণ করেননি।

সদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা কেবল ফকীর মিসকিনদের হক্ব, অন্যদের নয়।

এ মতকে ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যিম, ইমাম শাওকানী, ইবনু উছাইমীন রহিমাহুল্লাহুমসহ আরো অনেকে সমর্থন জানিয়েছেন।[১৪] এ মতটি অধিক ছ্বহীহ। কারণ,

(ক) এ মতের পক্ষে দলীল বিদ্যমান। আর প্রথম মতটি (৮ ভাগে বন্টন) একটি কিয়াস (অনুমান) মাত্র। আর দলীল-প্রমাণের উপস্থিতিতে কিয়াস বৈধ নয়।

(খ) ফিতরাকে যাকাত বলা হলেও উভয়ের মাঝে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। ফিতরা এমন ব্যক্তির উপরও ফরয যার বাড়িতে সামান্য কিছু খাবার আছে মাত্র। কিন্তু যাকাত কেবল তার উপরই ফরয যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে। যাকাত ধন-সম্পদের উপর ফরয। কিন্তু ফিতরা সিয়াম পালন শেষে দিতে হয়। এ কারণে ফিতরা ও যাকাতকে এক মনে করা সমীচীন নয়।

ফিতরাকে এ কারণে সদাকা বলা হয়েছে যে, সদাকা দানের একটি ব্যাপক শব্দ। যাকাত, ফিতরা এবং সাধারণ দানকেও সদাকা বলা হয়। সদাকা বললেই যে যাকাতকে বুঝায় তা নয়। যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

---

[১৩] হাসান: ইবনে মাজাহ হা/১৮২৭, আবূ দাউদ হা/১৬০৯।

[১৪] মাজমূ ফাতাওয়া ২৫/৭৩, যাদুল মা'আদ ২/২২, নায়লুল আওতার ৩-৪/৬৫৭, আওনুল মাবূদ ৫-৬/৩, শারহু মুমতি ৬/১৮৪।

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

প্রত্যেক ভাল কাজ সদাকা।[১৫] তবে নিঃসন্দেহে প্রত্যেক ভাল কাজ যাকাত নয়। তাই ফিতরাকে সদাকা বলার কারণে তা যাকাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

উল্লেখ্য যে, যাকাতুল ফিতরের খাতসমূহের মধ্যে মাদ্রাসা ও মাসজিদ নেই। কিন্তু মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক এবং মাসজিদের ইমাম যদি ফকীর মিসকিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তারা ফিতরার হক্বদার বলে গণ্য হবে। বরং তারা দীন শিক্ষা ও তা শিক্ষাদানের জন্য অন্যান্য ফকীর মিসকিনদের চেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন: ৮টি খাতে যাকাতুল ফিতর ব্যয় করার বিধানটি সুন্নাহ সম্মত নয়।[১৬]

আল্লাহর রসূলের সুন্নাহ হল: যাকাতুল ফিতর শুধুমাত্র মিসকিনদের জন্য নির্দিষ্ট। এটাকে মুষ্টি মুষ্টি করে ৮টি খাতে বন্টন করা যাবে না। কারণ, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএরূপ করতে আদেশ করেননি। আর ছাহাবী ও পরবর্তীদের আমল এরূপ নয়। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত হচ্ছে যাকাতুল ফিতর মিসকিন ছাড়া বন্টন করা জায়েয নয়।[১৭]

যাকাতুল ফিতর একটি খাত ছাড়া অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না। আর এ খাতের অংশীদার হল ফকীর বা দরিদ্রগণ।[১৮]

কখন যাকাতুল ফিতর আদায় করবেন?

যাকাতুল ফিতর আদায়ের সময় দু'ধরনের: একটি হল উত্তম সময়, অন্যটি হল বৈধ সময়।

১. ফজিলতপূর্ণ সময় বা উত্তম সময়: উত্তম সময় হল ঈদের দিন সকালে ঈদের সালাতের পূর্বে।

---

[১৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০০৫।

[১৬] তামামুল মিন্নাহ।

[১৭] যাদুল মা'আদ।

[১৮] মাজমূ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলু-শাইখ ছ্বলিহ আল উছাইমীন।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ»

আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ঈদের দিন এক সা' পরিমাণ খাদ্য যাকাতুল ফিতর হিসেবে আদায় করতাম। আবূ সাঈদ বলেন, আমাদের খাদ্যদ্রব্য ছিল যব, কিসমিস, পনির ও খেজুর।[১৯]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاس إِلَى الصَّلاَةِ

ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের ঈদের ছ্বলাত পড়তে যাওয়ার পূর্বে যাকাতুল ফিতর দেয়ার আদেশ দিয়েছেন।[২০]

সুতরাং ঈদুল ফিতরের ছ্বলাত একটু বিলম্বে আদায় করা উত্তম। যাতে মানুষ যাকাতুল ফিতর হকদারের নিকট পৌঁছে দিতে পারে।

২. জায়েয বা বৈধ সময়: ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্বে যাকাতুল ফিতর আদায় করা। ছ্বহীহ বুখারীতে আছে, নাফে বলেন, ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজের এবং ছোট-বড় সন্তানদের পক্ষ থেকে যাকাতুল ফিতর আদায় করতেন, এমনকি আমার সন্তানদের পক্ষ হতেও। তিনি যাকাত সংগ্রহকারীকে ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্বে যাকাতুল ফিতর দিতেন।[২১] সুতরাং ঈদের একদিন বা দুদিন পূর্বে ইমাম বা বিশ্বস্ত সংগ্রহকারীর নিকট জমা করা যায়। তবে অবশ্যই যেন ঈদের ছ্বলাতের পূর্বে হকদারের নিকট পৌঁছে।

---

[১৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫১০

[২০] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫০৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৮৬

[২১] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫১১

ঈদের ছ্বলাতের পূর্বেই যাকাতুল ফিতর বন্টন করতে হবে

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে ঈদের ছ্বলাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই যাকাতুল ফিতর দেয়ার নির্দেশ দেন।[২২]

وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

[রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] লোকজনের ঈদের ছ্বলাতে বের হবার পূর্বেই তা (যাকাতুল ফিতর) পৌঁছে (হকদারের নিকট) দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[২৩]

ওয়াজিব হচ্ছে, যাকাতুল ফিতর তার প্রাপকের হাতে সরাসরি বা উকিলের মাধ্যমে যথাসময়ে ছ্বলাতের পূর্বে পৌঁছানো। মসজিদের ইমাম বা বিশ্বস্ত ব্যক্তি যাকাতুল ফিতর সংগ্রহ করতে পারবে। তবে অবশ্যই ছ্বলাতের পূর্বে তা বন্টন করতে হবে।[২৪]

ঈদের ছ্বলাতের পর আদায় বা বন্টন করা জায়েয নেই। অতএব, বিনা কারণে ছ্বলাতের পর বিলম্ব করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, তা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশের পরিপন্থী। পূর্বে ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, যে ব্যক্তি ঈদের ছ্বলাতের পূর্বে তা (হকদারের নিকট) পৌঁছে দিবে তা যাকাতুল ফিতর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ঈদের ছ্বলাতের পর পৌঁছে দিবে তা সাধারণ ছ্বদাকা বলে গণ্য হবে।[২৫]

---

[২২] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫০৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৪১৮ আধুনিক প্রকাশনী ১৪১২

[২৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫০৩, নাসাঈ হা/২৫০৪, আবূ দাউদ হা/১৬১২, দারাকুৎনী হা/২০৭২, ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান হা/৩৩০৩।

[২৪] ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়িমা।

[২৫] হাসান: ইবনে মাজাহ হা/১৮২৭, আবূ দাউদ হা/১৬০৯।

যাকাতুল ফিতর জমা করা ভালো, তবে নিজে নিজে বন্টন করাই উত্তম

যাকাতুল ফিতর তার প্রাপকের হাতে সরাসরি নিজেই যথাসময়ে ছ্বলাতের পূর্বে পৌঁছানোই উত্তম।[২৬] ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন: যাকাতুল ফিতর সংগ্রহকারীকে দেয়ার চেয়ে নিজ হাতে তা বন্টন করাই আমি পছন্দ করি। তিনি আরো বলেন: যাকাতুল ফিতর সংগ্রহকারীকে দেয়া পছন্দনীয়। তবে নিজে নিজে বন্টন করাই অধিক উত্তম।[২৭]

তবে নির্ভরযোগ্য কোন সংস্থা, সর্দার বা ইমামকেও নিজ ফিতরা বন্টনের প্রতিনিধি করা জায়েয।[২৮] এক্ষেত্রে সঠিক নিয়মে ও সঠিক সময়ে বন্টনের দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে।

যদি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে প্রদানের নিয়্যাত করে অথচ তার সঙ্গে বা তার নিকট পৌঁছতে পারে এমন কারো সঙ্গে সাক্ষাত না হয়, তাহলে অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করবে, বিলম্ব করবে না।[২৯]

---

[২৬] ইমাম শাফেঈ, আল-উম্ম। আন নববী- আল মাজমু

[২৭] আন নববী- আল মাজমু। আসল হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি তার ফিতরা সে নিজে হকদারকে পৌঁছে দিবে। সউদী ফাতাওয়া কমিটি ৯/৩৮৯। কারণ এটি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ এবং তিনি তা লোকদের ঈদের ছ্বলাতে বের হওয়ার পূর্বে আদায় করে দেওয়ার আদেশ করেন। কথাটি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য স্বতন্ত্র আদেশ। এরকম নয় যে, সবাই একত্রে জমা করে তা বিতরণ করো। নিয়ম হবে প্রত্যেক ব্যক্তি তার গ্রাম বা শহরের আশে-পাশে যাকে ফিতরা পাওয়ার হকদার মনে করবে তাকে ফিতরা দিয়ে আসবে। বর্তমানে সউদী আরবের অধিকাংশ লোকই এ পদ্ধতিতে ফিতরা আদায় করে থাকে।

[২৮] সউদী ফাতাওয়া কমিটি ৯/ ৩৮৯

[২৯] **ফিতরা একত্রে জমা করে কিছুদিন পর বিক্রি করে মূল্য বিতরণ করা সুন্নাতের বরখেলাফ।** আমাদের মনে রাখা দরকার যে, খাদ্য দ্রব্য দ্বারাই ফিতরা দেওয়া সুন্নাত; মূল্য দ্বারা নয়। যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে। খাদ্য দ্রব্য বিক্রি করে মূল্য বিতরণ করলে পরোক্ষভাবে মূল্য দ্বারাই ফিতরা দেওয়া হলো, যা সুন্নাতের বরখেলাফ। আর ঈদের ছ্বলাতের পূর্বে ফিতরা আদায় করার যে হাদীসগুলি বর্ণিত হয়েছে, তার অর্থ এটা নয় যে, ছ্বলাতের পূর্বে ফিতরা জমা কর, আর পরে তা বিতরণ কর। এ বিষয়ে বর্ণিত (পরে বন্টন করার) হাদীসটি যঈফ। তবুও আবার পরে বলতে যদি ঈদের কয়েকদিন পরে বিতরণ করা হয়। ঈদের আগে ফকীর-মিসকিনদের হাতে খাবার পৌঁছালে তারা আনন্দিত হবে বা খুশি করার সুযোগ পাবে। নচেৎ তাদের যেই সমস্যা অন্য দিনে থাকে তা ঈদের দিনেও থাকবে।

যাকাতুল ফিতর প্রদানের স্থান

যাকাতুল ফিতর প্রদানের সময় যে এলাকায় সে অবস্থান করছে ঐ এলাকার অভাবী ও ফকীররাই বেশী হকদার। উক্ত এলাকায় সে স্থায়ী হোক বা অস্থায়ী। কিন্তু যদি তার বসতি এলাকায় কোন হকদার না থাকে বা হকদার চেনা অসম্ভব হয়, তাহলে তার পক্ষে উকিল নিযুক্ত করবে। সে উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে তার যাকাতুল ফিতর পৌঁছে দিবে ।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার সন্তুষ্টি অনুযায়ী আনুগত্য করার তাওফিক দিন। আমাদের আত্মা, কথা ও কাজ শুদ্ধ করে দিন। আমাদেরকে বিশ্বাস, কথা ও কাজের ভ্রষ্টতা থেকে পবিত্র করুন। নিশ্চয়ই আপনি উত্তম দানশীল ও করুনাময়। হে আল্লাহ! আখিরী নাবী মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এবং তার সকল পরিবার ও ছাহাবীগণের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। আমীন

এ বিষয়ে সউদী আরবের স্থায়ী উলামা পরিষদের ফতোয়া: জেদ্দার জামইয়াতুল বির (জনকল্যাণ সংস্থা) ফাতাওয়া বোর্ডের নিকট প্রশ্ন করে যে, তারা অনেক এতিম, অভাবী ছাত্র, দুস্থ পরিবার ও বিকলাঙ্গদের আর্থিক সহযোগিতাসহ খাবার দ্রব্যাদি সরবরাহ করে থাকে। তারা কি লোকদের ফিতরা নিয়ে পরে ধীরে ধীরে বিতরণ করতে পারবে? কিংবা টাকা-পয়সা নিয়ে তা দ্বারা পরে খাদ্য দ্রব্য কিনে তাদের মাঝে বিতরণ করতে পারবে?

উত্তরে ফাতাওয়া বোর্ড বলেন: সংস্থার উপর জরুরী যে, তারা যেন ফিতরা হকদারদের মাঝে ঈদের ছ্বলাতের পূর্বেই বন্টন করে দেয়। এর বেশী দেরী করা জায়েয নয়। কারণ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসকিনদের মাঝে ঈদের ছ্বলাতের পূর্বে পৌঁছে দিতে আদেশ করেছেন। ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫০৩, নাসাঈ হা/২৫০৪, আবূ দাউদ হা/১৬১২।

সংস্থা ফিতরা দাতার পক্ষ হতে একজন প্রতিনিধি স্বরূপ। সংস্থা সেই পরিমাণেই ফিতরা গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ সে ঈদের ছ্বলাতের পুর্বে বন্টন করতে সক্ষম। আর ফিতরার মূল্য দেয়া জায়েজ নয়। কারণ, শারঈ দলীলসমূহ খাদ্য বস্তু দ্বারা ফিতরা বের করাকে জরুরী করেছে।

তাই শারঈ দলীলের পরিবর্তে কোন মানুষের কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। আর ফিতরা দাতারা যদি সংস্থাকে অর্থ দেয় এ উদ্দেশ্যে যে, সংস্থা সেই অর্থ দ্বারা খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে তা ফকীর-মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করবে, তাহলে সংস্থাকে ঈদের ছ্বলাতের পূর্বেই তা বাস্তবায়ন করতে হবে। আর সংস্থার জন্য মূল্য বের করা বৈধ নয়। সউদী ফাতাওয়া কমিটি, ফতোয়া নং ১৩২৩১, ৯/৩৭৭